অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বসে থাকি নদীর কিনারে

নিথর শব্দের কাছে মাথা খুঁড়ে বলতে চাই
আমার নিজস্ব কিছু কথা
সে কিন্তু শোনে না আজ মগডালে বসে শুধু
পা নাচায়, চোখ পিট পিট করে, মজা দ্যাখে
আর মাঝে মাঝে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দ্যায় ফেনার বুদবুদ
অকাল বর্ষণে ক্লান্ত বসে থাকি অরণ্য প্রান্তরে
কিম্বা নদীর কিনারে একা একা
আমার কথারা তাই ক্রমাগত দূরে যায় আমাকে নিঃসঙ্গ রেখে
এ কালবেলায়
উপায় না দেখে আমি আমার আসন গড়ি
আরো কোনো উঁচু মগডালে
এবং আমিও যথারীতি
শুরু করি পা নাচানো, মজা দ্যাখ্যা, ইত্যাকার বিবিধ তামাশা
অতঃপর স্বপ্নের বুদবুদ নিয়ে মানস ভ্রমণ

সৌমিত্র বসু

হিংসা

তোমার স্মৃতির মাঝে শুয়ে আছে আহত আশ্বিন
আসলে আহত নয় নিহত হলেই যেন ভালো হ'ত
কারণ সে কথা আজ স্মৃতিভারে এতই অতলে
বেঁচে নেই কোনো ঠোঁট সাধ করে তুলে আনে তাকে
যেখানে পাথর ছুঁড়ে অপেক্ষাজীবন প্রতিধ্বনি শোনার আশায়
তাহলে কি সেইসব আলো, পাতা থেকে ঠিক্‌রানো রং
হারিয়ে ফেলবে কেউ বয়স বাড়ার সাথে সাথে
ডাল ভেঙে এতদূরে আসা স্পর্ধার সীমানা পেরিয়ে
সেই গভীরতা মাপবার মতো অনিঃশেষ তলানি কোথায়?
যাদের কথার সাথে ভেসে যায় গ্রামপঞ্চায়েত
রামের স্মৃতির মাঝে শুয়ে থাকা নিহত রহিম।

নাসের হোসেন

একক

আমি যে আমি সে-কথা জানবার কোনো চেষ্টাও
করতে হয়নি কোনোদিন, বরং চেষ্টা করেছি
চারপাশের জগৎটাকে জানার। এটা একটা এমনই
ব্যাপার যে, কেউ যদি চায় সারাটা জীবন ধরে
কেবল নিজেকেই জানবে, সেটাও চলতে পারে
চলতে পারে মানে, তাতে বাধাই বা কে দেবে
কেনই বা দিতে যাবে বাধা।

দশক

অবশ্য দু-জনে দু-জনকে জানার চেষ্টা, এটা
নিঃসন্দেহে খুব বড়ো ব্যাপার, সাধারণত
এ ব্যাপারটিতে কেউ সারা জীবনের জন্য আগ্রহী
হয় না, যেটুকু হয় সেটা অর্ধেক জীবনের জন্য
এই দু-জনে দু-জনকে জানার চেষ্টা, এটাই কিন্তু
জগতের এইসব হাজারো আয়োজনের মূল কথা
দু-জনে দু-জনকে জানলে তখনই তো তিন কিংবা চার হয়।

শতক

শয়ে শয়ে এগিয়ে আসছে যে মানুষ, তাকে
সাধারণত 'মব' বলে ডাকা হয়ে থাকে
মব-এর কোনো আলাদা সত্তা থাকে না
সুবিবেচনা করবার মতো মানসিক অবস্থাও
থাকে না, কখনো-কখনো সুবিবেচনা
ঘটলেও ঘটতে পারে, তবে অধিকাংশ সময়েই
তা হয়ে ওঠে অবিবেচনা এবং চরম নিষ্ঠুরতা।

সহস্র

সহস্র লোচন নিয়ে ইন্দ্র যখন ছুটে যাচ্ছেন
এক প্রকাণ্ড অন্ধকারের পরিমণ্ডলে, তখনি একসময়
তিনি শুনতে পেলেন, এত যৌনতা ভালো নয়
যৌনতা নিশ্চয়ই ভালো এবং জীবনের মূল উপাদান
কিন্তু প্রয়োজন মতো খরচ করতে হয়, অপ্রয়োজন যে
সবসময় খারাপ হবে তাও নয় অবশ্য
অপ্রয়োজনের যৌনতাও অনেক বড়ো কাজ করে ফেলতে পারে।

অযুত

অযুত বিম্ব বা স্ফোটক আজ চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে
এগুলো অবশ্যই জীবনেরই প্রতিবিম্ব, পৃথিবীজুড়ে
প্রাণের চিহ্ন তো কম নয়, অনেক, অনেক-ই,
এইসব প্রাণ আছে মানেই অনেকগুলি হৃদয়ও আছে
গাছেরও হৃদয় আছে এমনকী, বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার
তাই না, আকাশেরও হৃদয় আছে, মাটিরও হৃদয় আছে,
পাথরেরও হৃদয় আছে, অদ্ভুত, কিন্তু আবার অদ্ভুত-ও নয়।

বিষাণ রুদ্র

বয়স

বড়দা আগে ফুল গাছ লাগাতেন
বড়দা এখন ফল গাছ লাগান

পণ্ডিত ও নাপিত

যার কাছে রোজ অনেকেই মাথা নোয়ায়
তাকেও একদিন কোনো একজনের কাছে মাথা নোয়াতে হয়।

পাকা ফল

মা বল্লেন গাছে একটা পেঁপে পেকে তুল তুল করছে
পাকা ফল কখন পড়ে যাবে তার ঠিক নেই
মায়ের কথাটা কানে যেতে ঠাকুমার মুখ
কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল।

উৎপল কুমার গুপ্ত

ঠিকানা

তাহলে কি গতকাল রাতে সে এসেছিল? যেখানে যেখানে পদচিহ্ন
সেখানে সেখানে অলংকার
আর গানের ধুয়ার মতো তার মিলিয়ে যাওয়া—
তাই তো শাপলা আর কুমুদ ফুটে উঠে
বলে দিচ্ছে তার গমনাগমন
এমনকী পাখির পাখায় আল্পনা তার জন্যই—
এমন যে সে, যার নাম নীপবীথি, কোনও দিন চায়নি আমাকে।

আর সে কারণেই পবিত্র হয়ে যাচ্ছে হিমাচল প্রদেশ, যেখানে আমি,
দেখতে পাই মানস সরোবর
পদ্মের শুভ্র সৌন্দর্য, নীল বিচ্ছুরণ
তাই তো পদরেণু প্রাণ পায়, কেঁপে ওঠে নির্জনতা।
কাশ-সাদা মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ
নীল জলে মুখ দেখে সে

যার সঙ্গে একদিন ঠিকই দেখা হবে আমার, আমার।

পঞ্চদীপের আলো

যে কথা বলতে বলতে পাখির মতো উড়ে গেল সময়
সেখানে এসে বসল সুস্মিতা রায়
সে আড়াল থেকেই বলতে লাগল কত কী, তবে প্রধান কথা
তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলাম না কেন, কেন আমি
সুচন্দ্রার দিকে ঝুঁকে পড়লাম—
কিন্তু সুস্মিতা যে কত বড়ো ভুল বুকে নিয়ে
দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে, সংসার করছে সুপটু হাতে
আমি ছাড়া তা আর কজন জানে?

সুস্মিতা জানেও না, আমি তার বুকের ভিতরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজি
ওই শেষের দিনটা
তখন তার বুকের সুগন্ধ ভেসে আসে, আমাকে আচ্ছন্ন করে
আমি রাস্তা পার হতে ভুলে যাই—
ভয়ংকর শব্দ করে কালভার্ট পার হয় পাঞ্জাবী ট্রাক, আর অবধারিত
বার্স্ট হয়
সামনের চাকা—
ফলে কোনো রকমে ব্রেক কষে নয়ানজুলিতে পড়ার থেকে
বেঁচে যাই—
যেমন বেঁচে যাই আমি, বেঁচে যাই রোজ রোজ কোনও না কোনও সময়ে।

সুস্মিতা, এবার থেমে যাক দৃশ্যপট, তুমি এসে দাঁড়াও আমার সামনে
না হয় চোখের জলেই জ্বলে উঠুক মন্দিরের পঞ্চদীপ, বেজে উঠুক
পবিত্র ঘণ্টার ধ্বনি।